MAY 29 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

এমপিওভুক্তি নিয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড

৯ ছাত্রের কলেজও উৎরে যাচ্ছে, বাদ পড়ছে স্বীকৃত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা

কাগজ প্রতিবেদক: স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা নিয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে স্বীকৃতি পায়নি- এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও করা হচ্ছে এমপিওভুক্ত। অথচ দীর্ঘদিন আগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানও বাদ পড়ে যাচ্ছে। মাত্র ৯ ছাত্রের কলেজকেও এমপিওভুক্ত করা হয়েছে সরকারি নিয়ম-কানুন অমান্য করে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে শুরু হয়েছে তোলপাড়।

সূত্র জানায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত

১১ পৃষ্ঠার ২ কলামে দেখুন

৯ ছাত্রের কলেজও উৎরে যাচ্ছে, বাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়ে এবার জেলাগুলোতে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার 'রহস্যময়' ভূমিকা এবং রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে এমপিওভুক্তির নিয়মনীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনৈক কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার মাত্র ৯ জন ছাত্র নিয়ে চলা দানিশ আহমেদ কলেজকে এমপিওভুক্ত করেছেন। ওই কলেজটি চলতি বছরই স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তার অতি উৎসাহে কলেজটি এমপিওভুক্ত করা হয়। জানা গেছে, একটি কলেজকে এমপিওভুক্ত হতে হলে কমপক্ষে ১শ' ৫০ জন ছাত্র এবং ৩ বছরের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করতে হয়। কিন্তু ওই কলেজটির ক্ষেত্রে সে নিয়ম-কানুনের কোনও তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এমপিওভুক্ত করা হয়।

জানা গেছে, গত মার্চে ৮শ' ৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মাস না যেতেই রাজনৈতিক কারণে তা বাতিল করা হয়। নতুন করে আবার ৯ মে ৭শ' ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি আদৌ কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০ সহস্রাধিক শিক্ষকের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে প্রথম ৮শ' ৫২টি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজকে এমপিওভুক্ত করে [illegible] ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের [illegible] ৪ মের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার [illegible] পাঠাতে বলা হয়। কিন্তু এসব এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে [illegible] সংসদ সদস্যরা। [illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয় [illegible] এমপিওভুক্ত [illegible] রাজনৈতিক [illegible] হয়।

সূত্র জানায়, এমপিওভুক্তি বাতিল করা ৮শ' ৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ছিল। ওই বাতিলের তালিকায় পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া মজিদা বেগম স্কুলটি ছিল। অথচ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানটিকে বাদ দিয়ে একই উপজেলার শিয়াল কাঠি সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করা হয়। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটিকে এখনও কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ অনিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পিরোজপুর জেলা শিক্ষা অফিসার। গত সোমবার তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি চিঠিও দিয়েছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

অনুরূপভাবে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি না পেলেও কুমিল্লার হোমনা উপজেলার সাফিয়া মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আবার ইতোপূর্বে এমপিওভুক্ত হলেও নতুন তালিকায় নাম উঠেছে পীরেরবাগ আমীন উদ্দিন হাইস্কুলের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত না করে নিয়মবহির্ভূতভাবে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থই মূলত